জিস লাহৌর নঈ দেখ্যা ও জন্মায় নঈ

আসগর বাজাহাত

অনুবাদ
সফিকুন্নবী সামাদী

ঐতিহ্য

অনুবাদকের কথা

'জিস লাহৌর নঈ দেখ্যা ও জন্মায় নঈ'। এটি পাঞ্জাবি ভাষার একটি প্রবচন। এর অর্থ, 'যে লাহোর দেখেনি সে জন্মায়নি'। লাহোর শহরের ব্যাপ্তি এবং জনজীবনের বৈচিত্র্য প্রকাশিত এই পুরানো প্রবচনে। এই লাহোরের পটভূমিতেই দেশভাগের ফলে সৃষ্ট মানবিক বিপর্যয়ের ছবি এঁকেছেন নাট্যকার।

দেশভাগের সময় লাহোর শহরের জহুরি গলির বিশাল হাবেলিতে রতনলাল জহুরির মাতা থেকে যান। সমগ্র লাহোর শহরে তিনিই একমাত্র হিন্দু। কালক্রমে তিনি তাঁর কল্যাণকামী মনোভাবের দ্বারা মহল্লার সকলের 'মাঈ' (মাতা) হয়ে ওঠেন। দুষ্টচক্রের মুষ্টিমেয় মানুষের আগ্রাসি আচরণে মাঈয়ের জীবনযাপন বাধাগ্রস্ত হয়। কিন্তু বেশিরভাগ ধর্মনিরপেক্ষ ও শান্তিকামী মানুষ সেই বাধার দেওয়াল ভেঙে ফেলে। এই উপমহাদেশের অধিকাংশ মানুষ শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান চায়, ধর্মের দ্বারা বিভাজিত সমাজ চায় না। কিন্তু এর জন্য শান্তিকামী মানুষকে কখনো কখনো চরম মূল্য দিতে হয়। যেমন এই নাটকে মূল্য দিতে হয়েছে সত্যিকার ধার্মিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ আলেম মাওলানা ইকরামুদ্দিনকে। সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে তাঁকে। অবশ্য এই সাম্প্রদায়িক আচরণের মূলে যে রয়েছে অর্থনীতি তা স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন নাট্যকার। মাওলানা সাহেবের আত্মবলিদানের আলো আলোকিত করেছে শান্তিকামী মানুষের পথ।

এই নাটকে অন্তরাল গায়নের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে উর্দু ভাষার প্রখ্যাত কবি নাসির কাযমীর বেশ কয়েকটি গজল (কেবল একটি গান প্রখ্যাত কবি, ঔপন্যাসিক, চিত্রনাট্যকার রাহী মাসূম রেজার)। নাসির কাযমী স্বয়ং দেশবিভাগের শিকার, আম্বালা থেকে গিয়ে বসতি গড়েছিলেন লাহোরে। এই নাটকে কবি নাসির কাযমী একটি চরিত্রও। এই গজলগুলোর বাংলা অনুবাদ গজলের সঙ্গেই রাখা হয়েছে। বাংলায় মঞ্চায়নের সময় নির্দেশক এগুলোকে তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারেন।

নাট্যকার আসগর বাজাহাতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। তিনি আনন্দের সঙ্গে এই নাটক বাংলা ভাষায় অনুবাদের অনুমতি দিয়েছেন। বাঙালি পাঠক-দর্শক এই নাটক বিষয়ে আগ্রহী হলে পরিশ্রম সফল হবে।

কোনো নির্দেশক এই নাটক মঞ্চায়িত করতে চাইলে স্বাগত জানাব। পূর্বানুমতি নিলে আনন্দিত হব।

সফিকুন্নবী সামাদী

বাংলা অনুবাদ প্রসঙ্গে নাট্যকার

এ অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে বাংলাদেশের প্রখ্যাত বিদ্বান অনুবাদক অধ্যাপক সফিকুন্নবী সামাদী আমার নাটক 'জিস লাহৌর নঈ দেখ্যা ও জন্মায় নঈ' বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন। এটা আমার জন্য আনন্দ এবং সম্মানের বিষয়। অধ্যাপক সামাদী অভিজ্ঞ ও দক্ষ অনুবাদক এবং তিনি পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে এই অনুবাদ সম্পন্ন করেছেন। আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

গত ৩০ বছর ধরে এই নাটক ভারত এবং বিদেশে মঞ্চায়িত হয়ে আসছে। ইংরেজি ছাড়াও ভারতের বেশ কয়েকটি ভাষায় এটি অনূদিত হয়েছে। প্রখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা-নির্মাতা আমির খান এই নাটক অবলম্বন করে চলচ্চিত্রও নির্মাণ করছেন। আমি আনন্দিত যে নিকট ভবিষ্যতে এই নাটক বাংলা ভাষায়ও মঞ্চায়িত হবে। মঞ্চে উপস্থাপন করবার জন্য নাটকের মূলভাব রক্ষা করে এতে মঞ্চ এবং পরিস্থিতি অনুসারে ছোটখাটো পরিবর্তন করা যেতে পারে।

কৃতজ্ঞতা এবং শুভকামনা
আসগর বাজাহাত

চরিত্র

সিকান্দার মির্জা	:	শরণার্থী পরিবার-প্রধান, বয়স ৫৫
হামিদা বেগম	:	সিকান্দার মির্জার স্ত্রী, বয়স ৪৫
তন্নো	:	সিকান্দার মির্জার কন্যা, বয়স ১৫-১৬
জাভেদ	:	সিকান্দার মির্জার পুত্র, বয়স ২৪-২৫
রতনের মা	:	বয়স ৬৫-৭০
পালোয়ান	:	মহল্লার মুসলিম লীগ নেতা, বয়স ২০-২২
		আনোয়ার, সিরাজ,
রেজা, মুহম্মদ শাহ	:	পালোয়ানের চেলা
হামিদ হোসেন	:	মির্জার প্রতিবেশী, শরণার্থী
আলিমুদ্দিন	:	চায়ের দোকানদার
নাসির কাযমী	:	মির্জার প্রতিবেশী, শরণার্থী কবি, বয়স ৩৫-৩৬
মাওলানা ইকরামুদ্দিন	:	মসজিদের ইমাম, বয়স ৬৫-৭০
		হেদায়েত, করিম,
তকী, কব্বন	:	মহল্লাবাসী
ফয়াজ	:	মুসলিম লীগ কর্মকর্তা
		মুসলিম লীগার নেতা
		ক্লার্ক-১,২,৩

দৃশ্য : এক

[মঞ্চ প্রায় অন্ধকার। নেপথ্য থেকে কোনো মিছিলের স্পষ্ট আওয়াজ আসছে যা ধীরে ধীরে পরিষ্কার হচ্ছে। মিছিলের লোক কাছে আসতে থাকে। মিছিলের লোক মঞ্চে আসার আগে স্লোগান শোনা যাচ্ছিল।]

'নারায়ে তকবির
আল্লাহু আকবর'

'লড়কে লেংগে পাকিস্তান
পাকিস্তান পাকিস্তান'

(মিছিল মঞ্চে আসে। স্লোগান দেয়।)

'পাকিস্তান পাকিস্তান
লড়কে লেংগে পাকিস্তান'

'মুসলিম লীগ মুসলিম লীগ
জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ'

(পুরো মিছিল মঞ্চে চলে আসে এবং একদল জোরে বলে।)

'জুতা মারো সোয়াব কামাও'

(অন্য দল জবাব দেয়)

'খিজির ব্যাটা কুত্তার ছাও'

'খিজির বেটা কুত্তার ছাও' (এই পঙ্‌ক্তিকে মিছিলের লোক বারবার উচ্চারণ করে এবং কিছু লোক এই কথার ওপর নাচতে থাকে বারবার।)

'কুত্তার ছাও', 'কুত্তার ছাও' (বলে নাচতে থাকে ।)

একদল বলে : খিজির ব্যাটা

অন্য দল বলে : কুত্তার ছাও

[হঠাৎ মঞ্চে একজন মুসলিম লীগার দৌড়ে আসে এবং মিছিলের নেতাকে বলে ।]

মুসলিম লীগার : ওই ফয়াজ... ওই... থাম... থাম

[মিছিলের লোক থেমে যায় । মঞ্চ নীরব হয়ে যায় । মুসলিম লীগার ফয়াজকে মঞ্চের এক কোণে নিয়ে যায় ।]

মুসলিম লীগার : (ফয়াজকে) ওই ফয়াজ... তোরা এই স্লোগান দিস না ।

ফয়াজ : কী হলো?

মুসলিম লীগার : আরে ফয়াজ তুই কি জানিস না যে খিজির মুসলিম লীগে জয়েন করেছে?

ফয়াজ : আরে না তো!

মুসলিম লীগার : আরে না কী রে? এই সুখবর জানিস না?

ফয়াজ : এ তো দারুণ কাজ হয়েছে!

মুসলিম লীগার : তবে আর কী... এবার পাকিস্তান হয়ে গেছে মনে কর । মুসলমানের রক্ত, জোশ তো হবেই । যা, মিছিল আগে বাড়া ।

[ফয়াজ মিছিলের কাছে চলে যায় । দু চারজনের সাথে মাথা নুইয়ে কথা বলে, তারপর আবার স্লোগান দেয় ।]

এক দল : তাজা খবর আসল ভাই

অন্য দল : খিজির মিয়া আমাদের ভাই ।

[এই স্লোগান কয়েকবার চলে । মিছিল ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে ।]

'পাকিস্তান পাকিস্তান
লড়কে লেঙে পাকিস্তান'

[মঞ্চের আলোক ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয় এবং কিছুটা সময় অতিবাহিত হওয়ার আভাস পাওয়া যায় । মিছিল মঞ্চের একদিক থেকে বেরিয়ে গিয়ে অন্যদিক দিয়ে আবার

প্রবেশ করে ।]

('লড়কে লেঙে পাকিস্তান' স্লোগান চলতে থাকে ।)

[হঠাৎ আগের মুসলিম লীগার আবার দৌড়ে আসে এবং ফয়াজের হাত ধরে ওকে মিছিল থেকে দূরে টেনে নিয়ে যায় ।]

মুসলিম লীগার : ফয়াজ, ওই খবর ভুল ছিল ।

ফয়াজ : কোন খবর?

মুসলিম লীগার : খিজির মুসলিম লীগে জয়েন করেনি ।

ফয়াজ : আরে এ কী চক্কর?

মুসলিম লীগার : সত্য কথা ফয়াজ... সত্য... যা মিছিল আগে বাড়া । (ফয়াজ মিছিলের কাছে চলে আসে এবং আট-দশ জনের সাথে ফিসফিস করে কিছু কথা বলে । সকলে নীরব হয়ে যায় । হঠাৎ স্লোগান শুরু হয় ।)

এক দল : জুতা মারো সোয়াব কামাও ।

অন্য দল : খিজির বেটা কুত্তার ছাও ।

[পুরো মিছিল পাগলের মতো 'খিজির বেটা কুত্তার ছাও' বলে নাচতে থাকে । এভাবে কিছুক্ষণ চলে । তারপরে আলো এবং শব্দ ধীরে ধীরে কমতে থাকে । মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায় । কিছুক্ষণ পর হালকা আলো ফুটে ওঠে এবং বিপর্যস্ত শরণার্থীর দল দেখা যায় । তারা মঞ্চে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে । নেপথ্য থেকে গান ভেসে আসে ।]

ঔর নতীজে মেঁ হিন্দোস্তাঁ বঁট গয়া
ইয়ে যমী বঁট গয়ী,আসমাঁ বঁট গয়া
তরয-এ-তহরীর, তরয-এ-বয়াঁ বঁট গয়া
শাখ-এ-গুল বঁট গয়ী, আশিয়াঁ বঁট গয়া
হমনে দেখা থা জো খোয়াব হী ঔর থা
অব জো দেখা তো পঞ্জাব হী ঔর থা

(আর পরিণামে ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে গেল
এই জমি ভাগ হলো, আকাশ ভাগ হয়ে গেল
রচনাশৈলী, বয়ানের শৈলী ভাগ হয়ে গেল

ফুলের শাখা ভাগ হলো, নীড় ভাগ হয়ে গেল
আমরা দেখেছিলাম যে স্বপ্ন সে অন্য কিছু
এখন যে দেখি পাঞ্জাব তো সে অন্য কিছু)

[শরণার্থীর দল মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যায় ।]

দৃশ্য : দুই

[সিকান্দার মির্জা, জাভেদ, হামিদা বেগম এবং তন্নো মালপত্র নিয়ে মঞ্চে আসে। এদিক-ওদিক দেখে। তারা কাস্টুডিয়ান কর্তৃক অ্যালট করা হাবেলিতে এসেছে। সবার চেহারায় সন্তোষ এবং প্রসন্নতার চিহ্ন দেখা যায়। সিকান্দার মির্জা, জাভেদ এবং দুজন নারী হাতে ধরা মালপত্র নামিয়ে রাখে।]

হামিদা : (হাবেলি দেখে) হে খোদা, শোকর তোমার। লাখ লাখ শোকর।

মির্জা : কাস্টুডিয়ান অফিসার ভুল বলেনি। হাবেলি, পুরো হাবেলি।

তন্নো : আব্বাজান, কতগুলো কামরা আছে এতে?

মির্জা : বাইশটা।

হামিদা : আঙিনার অবস্থা দেখো, এমন বিরান হয়ে আছে যে দেখে ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে।

মির্জা : যেখানে মাস-মাস ধরে কেউ বাস করছে না সে জায়গা বিরান হবে না তো কী হবে?

হামিদা : আমি তো সবার আগে দু'রাকাত শোকরানা নামাজ পড়ব...মানত করেছিলাম... হতচ্ছাড়া ক্যাম্প থেকে তো মুক্তি পেয়েছি!

[হামিদা বেগম চাদর বিছিয়ে নামাজ পড়তে দাঁড়িয়ে যায়।]

জাভেদ : আব্বাজান, এই বাড়ি কার?

মির্জা : এখন তো আমাদেরই বেটা জাভেদ।

জাভেদ : মানে আগে কার ছিল?

মির্জা : বেটা, এসব কথায় আমাদের কী দরকার... আমরা আমাদের যে সম্পত্তি লখনৌতে রেখে এসেছি, মনে করো, তার বদলে এই হাবেলি পেয়েছি।

তন্নো : আমাদের বাড়ি থেকে তো অনেক বড় এই হাবেলি।

মির্জা : না বেটি, আমাদের বাড়ির ব্যাপারই ছিল অন্যরকম। উঠানে হাসনাহেনার লতা এখানে কোথায় পাবে? বারান্দাও বেশি বড় না। বৃষ্টির সময় বারান্দায় খাট বিছালে পইথান তো ভিজেই যাবে।

তন্নো : কিন্তু বানিয়েছে সুন্দর করে।

জাভেদ : কোনো ধনী হিন্দুর বাড়ি মনে হয়।

মির্জা : কেউ বলছিল, কোনো বিখ্যাত জহুরির হাবেলি।

জাভেদ : কামরা খুলে দেখি আব্বা। কোনো জিনিসপত্র পাওয়া যেতে পারে হয়তো।

মির্জা : ঠিক আছে বেটা তুমি দেখো... আমি তো এখন বসব একটু... এই হাবেলি অ্যালট হবার পর মনে হচ্ছে যেন মাথা থেকে বোঝা নেমে গেছে।

জাভেদ : পুরো হাবেলি দেখে নিই আব্বাজান!

তন্নো : ভাইয়া, আমিও যাই তোমার সাথে।

মির্জা : না, তুমি একটু রান্নাঘর দেখো... হোটেল থেকে গোশত-রুটি আর কত আসবে... সবকিছু ঠিক থাকলে মাশাআল্লাহ হালকা হালকা পরাটা আর ডিম-কারি তো বানানোই যায়... আর বেটা জাভেদ, বিজলি-বাতি একটু জ্বালিয়ে দেখো তো... পানির কলও খুলে দেখো... যা যা সমস্যা আছে, সেগুলো লিখে কাস্টুডিয়ানদের জানাতে হবে।

[হামিদা বেগম নামাজ পড়ে চলে আসে।]

হামিদা : আমার তো... ভয় লাগছে...

মির্জা : ভয়?

হামিদা : জানি না কার জিনিস... কত আশা নিয়ে বানিয়েছে হয়তো এই হাবেলি।

মির্জা : বাজে কথা বোলো না বেগম... আমাদের পৈতৃক বাড়িতেও হয়তো আজ কোনো শরণার্থী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে... এই জমানাই এমন... বেশি লজ্জা আর চিন্তা আমাদের কোথাও দাঁড়াতে দেবে না... তোমার-আমার চিন্তা না করলেও জাভেদ মিয়াঁ আর তানভীর বেগমের জন্য তো এখানে স্থির হতে হবে... লখনৌ শহর হাতছাড়া হয়েছে তো লাহোর শহর... দুটোতেই 'লাম' আছে... মন থেকে অকারণ ভয় ঝেড়ে ফেলো আর এই বাড়িকে নিজের বাড়ি মনে করে চলে এসো... বিসমিল্লাহ... আজ রাতে আমি এশার নামাজের পর পাক কোরআন তেলাওয়াত করব...

[তন্নো দৌড়ে আসে। ও ভীত। দ্রুত নিশ্বাসে গলা ফুলে উঠছে।]

হামিদা : কী হলো বেটি, কী হলো?

তন্নো : এই হাবেলিতে কেউ আছে আম্মা!

মির্জা : কেউ আছে? মানে কী?

তন্নো : আমি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দেখি...

মির্জা : কী বাজে কথা বলছ?

তন্নো : না আব্বা, সত্য।

হামিদা : ভয় পেয়ে গেছে... আমি গিয়ে দেখছি...

[হামিদা বেগম মঞ্চের ডান দিকে যায়। সেখান থেকে তার আওয়াজ আসে।]

হামিদা : এখানে তো কেউ নেই... তুমি ওপরে কোন দিকে গিয়েছিলে?

তন্নো : ওদিকে যে সিঁড়ি আছে সেটা দিয়ে...

[হামিদা বেগম সিঁড়ির দিকে যায়। তন্নো এবং মির্জা ডানদিকে যায়। ওখানে লোহার শিকের দরজা বন্ধ। তখন হামিদা বেগমের চিৎকার শোনা যায়।]